

বইপড়া ■ রেজাউল করিম খোকন বই হোক নিত্যসঙ্গী

দিন দিন পড়ার অভ্যাস কমছে, তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরীরা কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ফেসবুক, মোবাইল আর এসএমএস কাপচারে যতটা মগ্ন, সে তুলনায় তাদের বই পড়ার সময় যেন একেবারে কমে গেছে।

সময়ের সঙ্গে পাশাপাশি দিয়ে জন্মেই প্রযুক্তির প্রতি নির্ভরতা বাড়ছে। আর যুক্তিহীন বহু প্রযুক্তির ভিড়ে জন্মেই হারিয়ে যাচ্ছে যুক্তি-বুদ্ধির রসদ যোগানো বই পড়ার অভ্যাসটি। সোফায় কিংবা নিজের প্রিয় বিছানায় গুরু যেখানে অনায়াসে দু'আড়াই ঘণ্টার একটা জমজমট মুক্তি দেখা যায়, যেখানে কানের মধ্যে দুটো ইয়ারফোন ঝেঁজে দিয়ে নিমিষেই শুনে ফেলা যায় অনেক অনেক প্রিয় গান, সেখানে এ যুগে বই পড়ার কষ্ট আর কে করতে চায় বলুন। তাছাড়া মুক্তি দেখে, গান শুনে আপনার বিনোদনের চাহিদা যেভাবে মিটছে,

বন্ধুদের আড্ডায় যেখানে সাম্প্রতিক সব মুক্তি কিংবা গানের আলোচনায় সক্রিয় অংশ নেয়া হচ্ছে সেখানে বই পড়ে লাভটাইবা কি? আজকাল তেমন চিন্তা-ভাবনা পোষণ করেন অনেকেই। আবার কারও মনে এমন ভাবনার জন্ম হতে পারে যে, বই পড়াটা আসলে ওস্তাদ ফ্যাশনের। আজকের সময় ব্যস্তবতার আলোকে এসব চিন্তা-ভাবনা হয়তো সঠিক মনে হতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে। তাই বলে এসব

অজুহাত দিয়ে বই পড়ব না বা বই পড়ার প্রয়োজন নেই এমন ভাবাও ঠিক নয়। এমপি থ্রি, এফএম রেডিও কিংবা ডিভিডি, ইন্টারনেট, ফেসবুকের এই যুগেও মননশীল বই, গল্প উপন্যাস নতুন কিছু সজ্ঞান দিতে পারে। আপনার আশপাশে কেউ বই পড়ে না, কিংবা এখন মুক্তি দেখা, গান শোনা, ফেসবুকে টু মারা মোবাইলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলা বিনোদন বা অবসর কাটানোর জন্য বেশি সহজলভ্য উপায় ইত্যাদি মুক্তি হওয়া আপনাকে সেভাবে বই পড়ার চেষ্টাটা কখনো করে দেখেননি। কিন্তু অন্যের কথা না শুনে যদি বছরে অন্তত দু'একটা ভাল বইও পড়ে দেখতেন তাহলে হয়তো আজ এই লেখা পড়ার প্রয়োজন হতো না আপনার। তাছাড়া অন্যের কথা শুনে বা অন্যরা করে না এই অজুহাতে বই পড়ার আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করাটাও হয়তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অনেকেই হয়তো মুক্তি দেখিয়ে বলতে পারেন পড়ানোয় টিকে থাকার প্রয়োজনে এমনিতেই অনেক অনেক পাঠ্য বইপত্র পড়তে হয় তাতেই আপনার প্রাণ ওষ্ঠাগত। তার ওপর বাড়তি কোনো পড়ার ঝামেলায় নিজেকে জড়ানো মানেই বাড়তি সমস্যায় পড়া। তবে এসবই কিন্তু যারা বই পড়ে না তাদের বোঁড়া যুক্তি। বইলে প্রতিটি গল্প উপন্যাসের বই মনের জানালাটাকে যেভাবে প্রশস্ত করে সেই জানালা গলিয়ে পৃথিবীটাকে দেখা যায় ছোট পর্দার চাইতেও বড় আসিকে। আবার আজ আপনার যে বন্ধুরা সবার আগে কোনো মুক্তি দেখে গরগর করে কাহিনীর 'টুইস্ট' বলে বাহবা কুড়াচ্ছে তাদের সামনে একবার আপনার বই পড়ুয়া জ্ঞানটা জাহির করেই দেখুন না।

নেহায়েত বোকা কিংবা অহঙ্কারী কেউ না হলে আপনার এই জ্ঞান বন্ধুদের মুগ্ধ করতে বাধ্য। আবার পড়ার অভ্যাসটা ভালো করে রপ্ত করতে পারলে সেটা আখেরে কাজ দেবে আপনার একাডেমিক পারফরমেন্সেও। এ কথা হয়তো ঠিক যে আজকালকার প্রযুক্তিনির্ভর বিনোদনের মাঝে বই সংগ্রহ করে বা বই কিনে পড়াটা মোটেও সহজসাধ্য কাজ নয়। কিন্তু

একবার চেষ্টা করে হলেও নিজের রুচিমতো একটা বই যদি আপনি পড়তে পারেন তবে 'বই পড়া'র প্রেমে না পড়ার কোনো কারণই নেই। এ ক্ষেত্রে আপনার পাশ্চাত্য মুক্তি থাকতে পারে, এত কিছু থাকতে বইয়ের প্রেমেই কেন জোর করে পড়তে হবে। উত্তরটা যদি একবারো জানতে চান তাহলে বলব, একটা ভাল বই আপনাকে যেভাবে জীবন নিয়ে ভাবতে শেখাবে মুক্তি কিংবা ফেসবুকে টু মেরে, হেডফোন লাগিয়ে এফএম রেডিও কিংবা এমপি থ্রি শুনে তা পারবেন না কোনোভাবেই, সেগুলোর সে সাধ্য নেই বললেই চলে। চিনএজ বয়সের হৈ-হুল্লোড়ের মাঝে জীবন নিয়ে ভাববার প্রয়োজনও হয়তো আপনার নেই। কিন্তু বই পড়া মানেই মুখ গভীর করে ইন্টেলেকচুয়াল ডাব নেয়া কিন্তু নয়। বরং একটা এ্যাকশন মুভির পরিবর্তে ফেলুদা, জেমস বন্ড বা

মাসুদ রানা সিরিজের বইগুলো কিন্ত কম রোমাঞ্চকর নয়। একইভাবে এফএম রেডিওর গানের চাইতে কোনো অংশে কম রোমান্টিক নয় আমাদের লেখকদের লেখা গল্প-উপন্যাসগুলো। তাছাড়া বই পড়তে গিয়ে টিভি, মুভি, গান, ফেসবুক ইত্যাদিকে নির্বাসনে পাঠাতে হবে তারও কোনো মুক্তি নেই। বরং এসবের পাশাপাশি নিজের ভালোলাগার একটা ব্যতিক্রমধর্মী জায়গা তৈরি করতে বই পড়া চলতে পারে

আর অন্য সব কিছুর পাশাপাশি। যেখানে আপনার আর সব বন্ধু-বান্ধবীই মুক্তি আর গানের ভাবনায় আপনার চাইতে কোনো অংশে কম যায় না। সেখানে বই পড়া আপনাকে একটা দিকে হলেও এগিয়ে রাখতে পারে অন্য সবার চেয়ে। বই পড়া শুরু করার জন্য প্রথমেই নিজের রুচির দিকে খেয়াল রেখে বই কিনুন, তা পড়তে শুরু করুন।

এক বুনায় পড়া শেষ করতে হবে—বই পড়া বিষয়টাকে মোটেও এভাবে রুটিন হিসেবে নেয়া চলবে না। বরং কেন কাজের ক্ষতি না করে যখনই যতটুকু পড়তে ভালো লাগে ততটুকু পড়ুন। পাঠ্যবই পড়ার সময় গান শোনা বা টিভি দেখা যেমন অপরাধ তেমনি এ সময়ে গল্প-উপন্যাস পড়াটাও বর্জনীয়। কাজেই বই পড়ার জন্য আপনার অবসর সময় বা ছুটির দিনগুলোকেই বেছে নিন।

একটা গল্প বা উপন্যাস পড়ে আপনার ভালো না লাগা মানেই কিন্তু এই নয় যে বিশ্বের যাবতীয় বইই একই রকম একঘেয়ে। কাজেই বই পড়াকে অর্থহীন বলার আগে কয়েক রকম বই পড়ে দেখুন কোনটি আপনার কতটা ভালো লাগে।

আমাদের প্রাথমিক জীবনযাপনে আমরা কত সমস্যার মুখোমুখি হই নিত্যদিন। সেই সব সমস্যা মোকাবিলায় নিজের মনের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার জন্য বই আপনাকে নানাভাবে শক্তি যোগাতে পারে।

আত্ম উন্নয়নমূলক বই পড়ে আপনি নিজের মধ্যে সেই শক্তি জাগিয়ে তুলতে পারেন। বিভিন্ন বড় বড় লেখকের গল্প-উপন্যাসের জীবনবোধ সম্পর্কে নিজস্ব চেতনা জাগানোর আলাদা উদ্দীপনা থাকে। যে চেতনায় আপনি হয়ে উঠতে পারেন অন্য একজন মানুষ। অতএব, বিভিন্ন লেখকের গল্প-উপন্যাস পড়ার চেষ্টা করুন। নিজেকে ভিন্ন এক উপলব্ধিতে জাগিয়ে তুলুন। মনে রাখবেন, বই আপনার মনের আকাশকে অনেক বড় করে তুলতে পারে। আপনাকে সত্যিকার ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে বই।

লেখক: ব্যাকোর

